MUGBERIA GANGADHAR MAHAVIDYALAYA
DEPT. OF BENGALI (UG)
ASSIGNMENT

Topics: (Any one)
1. বাংলা সাহিত্যে কবি ঈশ্বর গুপ্তের অবদান আলোচনা কর?
2. বাংলা কাব্য কবিতার জগতে মাইকেল মধুসূদন দত্তের অবদান আলোচনা কর?
3. বাংলা কাব্য সাহিত্যে নবীনচন্দ্র সেনের অবদান আলোচনা কর?

Full name : SUDIPTA JANA
Roll name : 151
Class : B.A.(Honours)
Sem : III
Academic year : 2023-24

Date of Submission : 30/11/23

Sudipta Jana
Students Signature

Barun 14/12/23
Professor Signature

বাংলা সাহিত্যে কবি ঈশ্বর গুপ্তের অবদান আলোচনা করো।

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূত্রপাত হয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে এই যুগের প্রথম কবি ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত। মধ্যযুগের সর্বশেষ কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৭৬০ খ্রীঃ, আর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দিয়ে আধুনিক যুগের কবি সৃষ্টি করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৬০ খ্রীঃ থেকে। মধ্যযুগের অবসান এবং আধুনিক যুগের সূচনা এই দুই যুগের মধ্যবর্তী সময়টিতে বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে তেমন কোনো উৎকর্ষপূর্ণ সৃষ্টি দেখা যায় না, তখন বাংলা গদ্যের উদ্ভব কাল, এই সময়ের সামাজিক বাংলা সাহিত্যে বিরাজমান ছিলো যুগসন্ধির বৈশিষ্ট্য। কবি ঈশ্বর গুপ্তের প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিলো এই সময়েই তাই বাংলা সাহিত্যে তিনি যুগসন্ধিক্ষণের কবি হিসেবে পরিচিত। বাংলা সাহিত্যের মধ্য ও আধুনিক যুগের সন্ধি বন্ধনে দাঁড়িয়ে সব্যসাচীর মতো দু হাতে দুদিকের নির্দেশ দিয়েছিলেন কবি ঈশ্বর গুপ্ত।

কবি ঈশ্বর গুপ্তের সাহিত্য সাধনার সূত্রপাত ১৮৩১ সালে থেকে সংবাদ প্রভাকর পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে। তিনি ছিলেন পত্রিকার সম্পাদক ও প্রধান লেখক, অজস্র কবিতা রচনা করেছেন। সংবাদ পত্রের পাতায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথম তাঁর কবিতা গুলিকে 'ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ' নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। তবে অশ্লীলতার কারণে তিনি সব কবিতা সংগ্রহ করেন নি। তাঁর অন্যান্য রচনা গুলি হলো — i) কালীকীর্তন - রামপ্রসাদ সেন বিষয়ক

ii) কবি বর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন বৃত্তান্ত — ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত।

iv) হিত প্রভাকর — হিতোপদেশের গল্প গদ্যে পদ্যে রচিত;

v) মহাকবি ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের বিরচিত কবিতাসার সংগ্রহ — কবিভ্রাতা রামচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক - সংবাদ প্রভাকর থেকে সংগৃহীত কবিতার খণ্ড খণ্ড সংকলন

vi) বোধেন্দু বিকাশ - নাটক

vii) সত্য নারায়ণের ব্রতকথা

viii) পত্রিকা সম্পাদনা — সংবাদ প্রভাকর (সাপ্তাহিক ১৮৩১)
দৈনিক (১৮৩৯)

ix) সংবাদ প্রভাকর (১৮৩২)

x) পাষণ্ড পীড়ন (১৮৪৬)

xi) সংবাদ সাধুরঞ্জন (১৮৪৭)

সামাজিক ও ব্যঙ্গকবিতার জন্য ঈশ্বর গুপ্তের খ্যাতি সর্বাধিক, তাঁর ব্যঙ্গ রস প্রবণতা ও ক্ষুরধার শাণিত কবিতা গুলিকে উৎকর্ষতা দান করেছে। সে সময়ে ইংরেজি শিক্ষা সভ্যতার সংস্পর্শে বাঙালি সমাজ ও জীবনে যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছিলো ঈশ্বর গুপ্ত তাকেই কবিতার উপজীব্য করেছেন; সেখানেই সামাজিক অনাচার, চারিত্রিক দৈন্য ও আদর্শহীনতা দেখেছেন সেখানেই তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন. এ ব্যাপারে তিনি প্রাচীন নবীনের কোনো পার্থক্য করেননি। তাঁর সমাজ সংক্রান্ত কবিতার বিষয়বস্তু ছিলো বৈচিত্র্যপূর্ণ; যেমন বিধবা বিবাহ আন্দোলন বিরোধীতা, কৌলীন্য প্রথার অপকারিতা, বাঙালির সাহেবিয়ানা- অনুকরণপ্রিয়তা স্ত্রী শিক্ষার প্রসারে সমাজের বিকৃতি ও প্রাচীন সনাতন ধর্মীয় লোপের আশঙ্কা, গো হত্যা জমিদারদের অনাচার - ব্যভিচারের বর্ণনা। মদ্যপান ও দুর্ভিক্ষ, খ্রিঃ, বৈষ্ণবদের ক্রিয়াকলাপের অসারতা। নীলকর সাহেবের অত্যাচার অবিচার ইত্যাদি।

ইংরেজদের আচার - আচরণকে স্বদেশের জন্য অকল্যাণকর মনে করে ইংরেজিয়ানার প্রতি ব্যঙ্গ করে ইংরেজি নববর্ষ কবি তাই লিখেছেন —

"ধন্য রে বোতলবাসী ধন্য লাল জল
ধন্য ধন্য বিলাতের সভ্যতার ফল" —